116

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

চাঃ বিঃ আইন অনুষদ ডীনের অফিসে হামলা ঃ গুলী ঃ সায়েন্স ভবনে ভাঙচুর

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে মুজিববাদী ছাত্র লীগের একদল কর্মী গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর ডঃ এরশাদুল বারীর অফিসে হামলা চালিয়েছে। তারা এ সময় পর পর ৩ রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করে, একজন সাংবাদিক ও কয়েকজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স এনেক্স ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়।

গতকাল দুপুর পৌনে একটায় ছাত্র লীগের একদল কর্মী বিক্ষিপ্তভাবে মাইক্রো বাস, মোটর সাইকেল ও রিক্সাযোগে সায়েন্স এনেক্স ভবনের গেটে এসে সমবেত হয়। কেন্দ্রীয়

শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ডীনের অফিসে হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শহীদ মিনার সংলগ্ন এ গেট থেকে ছাত্র লীগ কর্মীরা মিছিল বের করে। তারা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সমাজ, ছাত্র লীগের নামে এবং 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান দেয়। তারা মিছিল সহকারে ছুটে গিয়ে ভবনের নীচ তলায় আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর এরশাদুল বারীর অফিসে হামলা চালায়। এ সময় প্রফেসর বারী অফিস কক্ষে ছিলেন না। ছাত্র লীগ কর্মীরা অফিস কক্ষের দরজায় উপর্যুপরি লাথি মারতে থাকে এবং তা ভাঙচুরের চেষ্টা চালায়। তারা প্রফেসর বারীর বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেয়। উত্তেজিত ছাত্র লীগ কর্মীরা এ সময় সেখানে উপস্থিত দৈনিক দিনকালের সহ-সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস কাজলকে প্রহার করে। পরে তারা আইন বিভাগের প্রফেসর আজিজুর রহমান চৌধুরীর কক্ষে গিয়ে তাকে গালিগালাজ ও তার কক্ষ ভাঙচুর করে। তারা উপস্থিত আইন বিভাগের শিক্ষক মফিজুল ইসলাম খাটোয়ারী, শওকত আলম, আসিফ নজরুল প্রমুখকেও গালি দেয়। এ সময় ছাত্র লীগ কর্মীরা আইন বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষামন্ত্রীর পুত্র নওশাদ জমির সানিকে খুঁজতে থাকে। এক পর্যায়ে কর্তব্যরত পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হলে ছাত্র লীগ কর্মীরা মারমুখী হয়ে ওঠে। পুলিশ একজন ছাত্র লীগ কর্মীকে ভাঙচুর থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলে হামলাকারীরা উত্তেজিত হয়ে পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করে এবং মাফ চাইতে বলে। পরে ছাত্র লীগ কর্মীরা প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে পর পর ৩ রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করে। এ সময় ঐ এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণভয়ে ছুটাছুটি শুরু করে। এদিকে, হামলাকারীরা পরে কলাভবন এলাকায় ফিরে গিয়ে মিছিল ও মধুর কেন্টিনের সামনে সমাবেশ করে। সমাবেশে ছাত্র লীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি খিজির হায়াত লিজু বলেন, শিক্ষক সমিতি প্রফেসর এরশাদুল বারীকে বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। ছাত্র লীগ তাকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছে। তাকে যেখানে পাওয়া যাবে, প্রতিরোধ করা হবে। প্রফেসর বারীর পদত্যাগের দাবীতে ছাত্র লীগ আগামীকাল তার অফিসের সামনে প্রতীক অনশন পালনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

বার্তা সংস্থা মিডিয়া সিণ্ডিকেট জানিয়েছে, প্রফেসর এরশাদুল বারীর অফিসে হামলার ঘটনার পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের উস্কানি রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে গত সোমবার 'আজকের কাগজ' পত্রিকায় 'দেশদ্রোহিতা যখন অনুপ্রাণিত' শীর্ষক এক নিবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ আবু জাফর ছাত্র-তরুণদের রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে সরাসরি 'ঘা' মারার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়া গত ২৫ জুলাই অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভায়ও প্রফেসর বারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ছাত্রদের উৎসাহিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

এদিকে, অফিসে হামলার পর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রফেসর এরশাদুল বারী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তবুদ্ধি ও গণতন্ত্র চর্চার জায়গা। এখানে পরমত সহিষ্ণুতা থাকবে। কিন্তু একটি মহল আজকে কিছু ছাত্রকে উস্কে দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার অফিসে হামলা করিয়েছে'। এ হামলা পরিকল্পিত বলে মত প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমাকে ভয় দেখাতে, প্রতিরোধ করতে এটা করা হয়েছে'। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'দেশে সন্ত্রাস দমন আইন থাকতে প্রকাশ্য দিবালোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের অফিসে হামলা হয়। তাহলে আমরা কোন্ দেশে বাস করছি। তিনি বলেন, 'পত্রিকার একটি বিভ্রান্তিকর রিপোর্টের ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আমার সদস্যপদ বাতিল করেছে। আজকে হামলা করানো হয়েছে। আমি আইনের আশ্রয় নেবো।'

এদিকে, প্রফেসর বারীর অফিসে হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়েছে। কয়েকজন শিক্ষক এ ঘটনাকে ন্যক্কারজনক অভিহিত করে বলেছেন, 'পেশাদার রাজনীতিক' বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকের কারণে এসব ঘটনা ঘটছে।

ডাকসু'র নিন্দা

ডাকসু'র ভিপি আমান উল্লাহ আমান এমপি ও জিএস খায়রুল কবীর খোকন এক বিবৃতিতে প্রফেসর বারীর অফিসে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তারা চিহ্নিত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে সোচ্চার হবার আহবান জানান।

ছাত্র দলের নিন্দা

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ফজলুল হক মিলন ও সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন আলম এক বিবৃতিতে ডঃ বারীর অফিসে হামলার জন্য মুজিববাদী ছাত্র লীগের সন্ত্রাসীদের দায়ী করেন। তারা এ হামলাকে বর্বরোচিত বলে বর্ণনা করে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। ছাত্র দল নেতৃদ্বয় হামলার সাথে জড়িত সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের দাবী জানান।